ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন অধিদপ্তর: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো. রেযাউল করিম, মোহাম্মদ নূরে আলম ও মো: নেওয়াজুল মওলা

৩০ ডিসেম্বর ২০২০

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ; দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান প্রায় তিন শতাংশ এবং প্রায় ৫৮ লক্ষ মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ এ টেকসই বন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ
- বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বনভূমি সংরক্ষণ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব
- জাতীয় বন নীতি ২০১৬ ও মহাপরিকল্পনায় (বাংলাদেশের বন মহা পরিকল্পনা ২০১৭ - ২০৩৬ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬ - ২০২০) বন রক্ষায় অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ
- দেশের বন ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত
- বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৬ লাখ ৫২ হাজার ২৫০ একর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১২.৭৬ শতাংশ

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ এর তথ্যমতে ২০০১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫০ একর এলাকার বৃক্ষ আচ্ছাদন হ্রাস পেয়েছে যা মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার প্রায় ৯ শতাংশ
- বনের জমিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও স্থাপনা নির্মাণের ফলে বন সংকোচন অব্যাহত
- বন উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার পেছনে বনকেন্দ্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ভূমিকাই প্রধান
  - প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি, বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত
- বন নীতিমালা, মহাপরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল থাকা সত্ত্বেও বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি-অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে
- বন রক্ষায় বন অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে
- ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত একটি গবেষণায় (২০০৮) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বন ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র প্রতিফলিত এবং এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে

গবেষণা উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. বন অধিদপ্তরের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা

২. বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা

৩. বন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি গুণগত গবেষণা; তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে
- তথ্যের উৎস: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
- তথ্য সংগ্রহের এলাকা: অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি বিবেচনায় নিয়ে মোট ৬০টি কার্যালয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ (সংযুক্তি ১)
  - তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশের চার ধরনের বনাঞ্চলই অন্তর্ভুক্ত (সংযুক্তি ২)
- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস/তথ্যদাতা
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (১৩০টি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত), গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মী
দলগত আলোচনা (৬টি)	স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বনায়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী
পর্যবেক্ষণ (৬০টি কার্যালয়)	সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের বন কার্যালয়
নথি পর্যালোচনা	বন আইন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট

- গবেষণার সময়: ২০১৯ এর জানুয়ারি হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত

গবেষণা পদ্ধতি...

সারণি ১: বিশ্লেষণ কাঠামো

নির্দেশক	উপ-নির্দেশকসমূহ
সক্ষমতা	❑ **আইনি:** সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা
	❑ **প্রাতিষ্ঠানিক:** আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	❑ তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
জবাবদিহিতা	❑ তদারকি, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	❑ বন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বনজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি
সুরক্ষা	❑ বনভূমি সুরক্ষা ও জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার
দুর্নীতি ও অনিয়ম	❑ দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা

গবেষণার ফলাফল

আইনি সক্ষমতা: পর্যবেক্ষণ

বন আইন ১৯২৭

- বনের সংজ্ঞা, ধরন, বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন কাজে বনভূমি ব্যবহার ও বনের জমি বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে আইনে কিছু উল্লেখ নেই; এ সংক্রান্ত বিধিমালাও অনুপস্থিত

- প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংরক্ষিত বনের মর্যাদা রহিতকরণের সুযোগ (ধারা ২৭) রাখা হলেও বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ ও কী প্রক্রিয়ায় রহিত করা হবে তা আইনে অনুপস্থিত; এতে ঢালাওভাবে বনভূমি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি

- বনভূমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় রূপরেখা থাকলেও অবক্ষয়িত ও বেদখলকৃত বন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই; এ সংক্রান্ত কোনো বিধিমালাও নেই

- বন আইনের কার্যকর প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ বিধিমালা নেই; সারাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে বন মামলার কার্যক্রম পরিচালনা

- বন আইনের ঘাটতি পূরণে প্রতিবেশি দেশ ভারত প্রয়োজনীয় সম্পূরক আইন, যেমন- ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট, ইত্যাদি প্রণয়ন করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন আইন অনুপস্থিত

আইনি সক্ষমতা: পর্যবেক্ষণ...

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২

- সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বন্যপ্রাণীর প্রতিবেশ পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষায় কী করা হবে তা আইনে উল্লেখ নেই; এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার কোনো বিধানও রাখা হয় নি

- অপরাধ সংঘটনকালে কিংবা অপরাধের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ/আলামত থাকা সত্ত্বেও আদালতের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘটনাস্থল হতে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করার ক্ষমতা অধিদপ্তরের নেই

- বন্যপ্রাণী অপরাধজনিত ঘটনা তদন্ত কে করবে তা উল্লেখ নেই

- অভয়ারণ্যে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বা অবস্থানের নিষেধাজ্ঞা (ধারা ১৫) অমান্য করার শাস্তি বিষয়ে উল্লেখ নেই; ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী আইনে প্রদত্ত বিনা পরোয়ানায় আটকের ক্ষমতা এই আইনে রহিত করা হয়েছে

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: আর্থিক ব্যবস্থাপনা

- বনায়ন বন অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এতে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ অনুপস্থিত, যেমন-
  - বনায়নের জন্য বর্তমানে গাছ প্রতি বরাদ্দ ১৭ টাকা অথচ এই কাজে ন্যূনতম ২৫-৩০ টাকা প্রয়োজন
- বন মামলা পরিচালনার জন্য পৃথক বাজেট ও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বরাদ্দ নেই; নিম্ন আদালতে বন মামলা পরিচালনায় অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস ও মাসিক রিটেইনার ফি (আইনজীবীদের ভাতা) যথাক্রমে ১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা ও ১,৫০০ টাকা
- বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া এবং তা অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করায় প্রাকৃতিক বন রক্ষায় অন্যতম অন্তরায় ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে
  - সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোকে পূর্বের বছর থেকে ৫ - ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং তা অর্জনে ব্যর্থতার কারণ সদর দপ্তরকে জানানোর বাধ্যবাধকতা
  - বনকর্মীদের একাংশ নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির লক্ষ্যে বন কেটে সামাজিক বন সম্প্রসারণসহ রাবার বাগান, ইকো-ট্যুরিজম, বনভূমি ইজারা ও লিজ প্রদান, কাঠ বিক্রয়, ইত্যাদিতে বেশি আগ্রহী হওয়া
  - কাঠ বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে দ্রুত বর্ধনশীল কিন্তু প্রাকৃতিক বন ও প্রতিবেশ-বান্ধব নয় এমন প্রজাতির (যেমন- ইউকেলিপটাস জাতীয় আগ্রাসী গাছ) বৃক্ষরোপন ও বনায়ন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে, যেমন-

- **মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে অত্যাবশ্যক অবকাঠামো** (যেমন- দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য কক্ষ ও বসার জায়গা) **ও আসবাবপত্রের সংকট;** ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় পরিত্যক্ত ভবন/ঘরে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন
- জব্দ ও উদ্ধারকৃত বনজসম্পদ এবং বন মামলার আলামত সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব সংরক্ষণাগার নেই
  - জব্দ ও উদ্ধারকৃত গাছ ও কাঠ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখায় তা নষ্ট হয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতির উদাহরণ রয়েছে
- মাঠ কার্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধা, যেমন- কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের ঘাটতি
  - বাইরে থেকে কম্পোজ, প্রিন্ট ও ফটোকপি করায় দাপ্তরিক গোপনীয় তথ্য ও নথি ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন ব্যবস্থাপনা

- বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালনার লক্ষ্যে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি, যেমন-
  - সার্ভেলেন্স ড্রোন, ট্রাকিং ডিভাইস, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) স্যাটেলাইট ইমেজ, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি- ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত সকল ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস), ইত্যাদি
- বনভূমির জমির দলিল, রেকর্ডপত্র ও মানচিত্র, মামলার আলামত, ইত্যাদি এখনও সনাতন পদ্ধতিতে (পেপার-ভিত্তিক) সংরক্ষণ করায় তা নথি বিনষ্ট, চুরি ও হারিয়ে যাওয়ায় বনভূমি জবরদখলের ঝুঁকি/সুযোগ তৈরি
- রেঞ্জ ও নীচের কার্যাগুলোর কর্মীদের বেতন-ভাতা ও সকল প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক নয়; নগদে অর্থ বণ্টনকালে বণ্টনকারী দ্বারা বিধিবহির্ভূতভাবে রেখে দেওয়ার সুযোগ বিদ্যমান
- বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি
  - মাঠ পর্যায়ে সীমিত জনবলে দিয়ে বন টহল, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় প্রায়শ বনকেন্দ্রিক অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে বন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে না, কিংবা কর্মীদের একাংশ তা এড়িয়ে যায়

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

- বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির (যেমন- রিমোট সেনসিং) ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে যথোপযুক্ত উদ্যোগের অনুপস্থিতি

- অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বন ব্যবস্থাপনা চালুর বিষয়ে বন কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে ভীতি ও উদ্যোগের ঘাটতি এবং এ সংক্রান্ত উদ্যোগে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ

- গতানুগতিক বন ব্যবস্থাপনাকে (যথা- বন টহল) ভিত্তি ধরে বর্তমান জনবলের (১০,৩২৭টি) প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধিসহ অধিদপ্তরের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাবনা (১৭,৮২০টি) অনুমোদনের প্রস্তাব

- প্রস্তাবিত সাংগঠনিক ও জনবল কাঠামো অনুমোদন করা হলেও বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন না হওয়ার পাশাপাশি বনকেন্দ্রিক দুর্নীতির সুযোগ অব্যাহত থাকা ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি

স্বচ্ছতা: তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার

তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বিভিন্ন ঘাটতি বিরাজমান। নিচে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো-

- সংরক্ষিত বনভূমির জমি বৃহৎ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহারের অনুমতি/ সম্মতি প্রদান সম্পর্কিত বন অধিদপ্তরের অবস্থান ও মতামত সংক্রান্ত নথি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত না করা
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দেওয়া ও জবরদখল হওয়া বনভূমির পরিমাণের ওপর মাঠ জরিপভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না করা, ইত্যাদি
- ওয়েবসাইটে পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুপস্থিত
- প্রতিবছর বনভূমির কী পরিমাণ জমি জবরদখল হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে তা প্রকাশ না করা
- রেঞ্জ, বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি, ক্যাম্প, ইত্যাদি কার্যালয়ে নাগরিক সনদ প্রদর্শিত নেই
- প্রধান বন সংরক্ষক, বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের ওপর নাগরিক সনদ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও এসবে বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম উল্লেখ করা নেই
- প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, অভিযোগ গ্রহণকারীর নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর প্রদর্শন না করা

জবাবদিহিতা: তদারকি ও পরিবীক্ষণ

- মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ড তদারকি ও পরিবীক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসহ আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ না হওয়ায় তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত হয়
  - বর্তমানে শুধু সৃজিত বাগান সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (যতদিন অর্থ বরাদ্দ থাকে) পরিবীক্ষণ করা হয়, কিন্তু অন্য কোনো কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সরাসরি তদারকি করা হয় না
  - রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ে কোথায় কী হচ্ছে তা ডিএফওকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা নেই; শুধু অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ও ডিএফও কর্তৃক তা আমলে নেওয়া হয়
  - প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় বনায়ন প্রকল্পের কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় না- অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ ও ঝুঁকি থেকে যায়
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হওয়ার অভিযোগ
  - একটি বিট এলাকায় বনায়ন কাজ এক তৃতীয়াংশও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা না হলেও জরিপ প্রতিবেদনে ৮০% অধিক হয়েছে বলে উল্লেখ করার অভিযোগ
- তদারকি ও পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতির অভিযোগ আমলে নেওয়ার উদাহরণ বিরল

জবাবদিহিতা: নিরীক্ষা

- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্নকরণ
- সদর দপ্তর হতে বিভাগীয় বন কার্যালয় পর্যন্ত নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক নিরীক্ষা হয়, মাঠ জরিপ-ভিত্তিক নয় (বক্স ১)

> বক্স ১: "নিরীক্ষা দলের সদস্যদের বন অধিদপ্তরের মতো একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ওপর নিরীক্ষা করার মতো কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব লক্ষ করা যায়। একটি অর্থবছরে কী পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছে; রেঞ্জ ও বিট-ভিত্তিক জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণ ও জবরদখলকারী, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। সনাতন নিরীক্ষা পদ্ধতি দাপ্তরিক নথি পর্যালোচনা-ভিত্তিক হওয়ায় তা দ্বারা বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের গুণগত মানের প্রকৃত চিত্র তুলে আনা সম্ভব নয়। বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত ও বাধ্যতামূলকভাবে 'ফরেস্ট্রি পারফরমেন্স অডিট' সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক।"
>
> (সূত্র: একজন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষকের মন্তব্য)

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সিএজি'র নিরীক্ষায় বিক্রীত গাছের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ না করায় আর্থিক ক্ষতি, অনাদায়ী টাকা, মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও কর্তন না করা, অর্থ অপচয়, ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে
- সিএজি'র পর্যবেক্ষণ আমলে নিয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত বিরল
- অন্যান্য: 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯' মোতাবেক সকল বনকর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বা প্রকাশ না করার অভিযোগ

জবাবদিহিতা: অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

বন অধিদপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ঘাটতি বিদ্যমান, যেমন-

- বনকর্মী ও অংশীজন হতে বন অধিদপ্তর ও এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনলাইন, ফোন কল (ল্যাণ্ড ফোন) ও প্রচলিত পদ্ধতিতে (লিখিত ও সরাসরি) অভিযোগ গ্রহণ/দাখিলের ব্যবস্থা থাকলেও তা কাজ করছে না
  - অভিযোগ জানানোর প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণে অধিদপ্তরের উদ্যোগের অভাব
- অধিদপ্তরের কর্মীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে ক্ষেত্রবিশেষে হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি, যথা-
  - সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে দুর্ব্যবহার ও তিরস্কার করা, বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আটকানো, এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি করা, ইত্যাদি
- ২০২০ সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে বন সংরক্ষক ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের কাছে কোনো অভিযোগ জমা পড়ে নি; এ সময়ে পূর্বের অনিষ্পন্ন ১৫৩টি অভিযোগের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৬টি (মাত্র ৪%)
- গণশুনানি আয়োজন না করা এবং এ ব্যাপারে বন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে উদ্যোগের ঘাটতি

অংশগ্রহণ: বনজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি

- **বন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান, কিছু উদাহরণ-**
  - ‘বন আইন ১৯২৭’ ও ‘রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭’ উপেক্ষা করে তথা বননির্ভর জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ না করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, বনপ্রাণীর অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ইত্যাদি ঘোষণা
  - **অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনে বসবাসরত আদিবাসীদের অধিকারসমূহ** (যথা- বনের ভেতর দিয়ে চলাচল, চাষাবাদ, গো-চারণ, ছোট-ছোট বনজ দ্রব্য আহরণ ও ভূমির অধিকার, ইত্যাদি) **নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা না করা**
  - সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে সুবিধাভোগী হিসেবে স্থানীয় বন-নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালীদেরকে সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি
  - ‘কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার’ হিসেবে প্রকৃত সুবিধাভোগী বিশেষ করে ঐতিহ্যগতভাবে বনের জমিতে বসবাস ও কৃষি আবাদকারী ব্যক্তিদের সুযোগ প্রদান হতে বঞ্চিত করার অভিযোগ

বন সুরক্ষা

বনভূমি সুরক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে-

- রামপাল কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের সুস্পষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও বন অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পক্ষে সবুজ সংকেত দিয়েছে
  - রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের আগে বন অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পটি সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে বলে চিঠি মারফতে উল্লেখ করলেও ইআইএ সম্পন্ন হওয়ার পর বিরোধিতা না করা
  - ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ ও সুন্দরবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হলেও প্রকল্পটির বিরুদ্ধে বন অধিদপ্তর শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে নি
- বন্য হাতিসহ বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে দোহাজারী-গুণদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পে বন অধিদপ্তরের সম্মতি জ্ঞাপন সংস্থাটির ওপর বন রক্ষায় অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন

বন সুরক্ষা...

বনভূমি সুরক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে...

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা প্রয়োগ না করা (যেমন- বনের জমিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে অভিযান পরিচালনা, মামলা দায়ের, ইত্যাদি) এবং শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকার অভিযোগ...
  - কক্সবাজার জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বনের জমিতে অবৈধ স্থাপনায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ প্রদান
  - মহেশখালী ও মাতারবাড়িতে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প সংলগ্ন উপকূলীয় শ্বাসমূলীয় বন, নদী ও সাগরে প্রকল্পের বর্জ্য ও মাটি ফেলা এবং পাহাড় কেটে প্রকল্পের জমি ভরাট
  - মহেশখালীতে ১৯২ একর সংরক্ষিত বনভূমির গাছ উজাড় করে অপরিশোধিত তেলের ডিপো ও পাইপলাইন স্থাপন
  - কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণকালে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক দুই হাজারের অধিক গর্জন গাছ কর্তনসহ উক্ত প্রকল্পে নিকটস্থ পাহাড় ও বনভূমির মাটি ব্যবহার
  - সাঙ্গু ও মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে সড়ক নির্মাণ; শালবনের মধ্য দিয়ে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন; রামগড়-সীতাকুণ্ড সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, ইত্যাদি স্থাপন

বন সুরক্ষা...

বনভূমি সুরক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হলেও তা পালনে সুস্পষ্ট ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির সুনির্দিষ্ট উদাহরণ রয়েছে...

- বনভূমির প্রায় এক লক্ষ ৬০ হাজার ২৪০ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ নিয়েছে (চিত্র ১)
  - মধুপুর উপজেলা শালবনের ভেতরে ৩০৫ একর এলাকা জুড়ে বিমান বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন
  - রামু ও রুমা উপজেলায় সেনানিবাস স্থাপন করে বন্য হাতির অভয়ারণ্য বিপন্ন
  - সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলার সংরক্ষিত বন এবং সোনাদিয়া দ্বীপে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন

চিত্র ১: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত বনভূমির পরিমাণ (সর্বমোট: ১৬০,২৩৯.৯১২ একর)

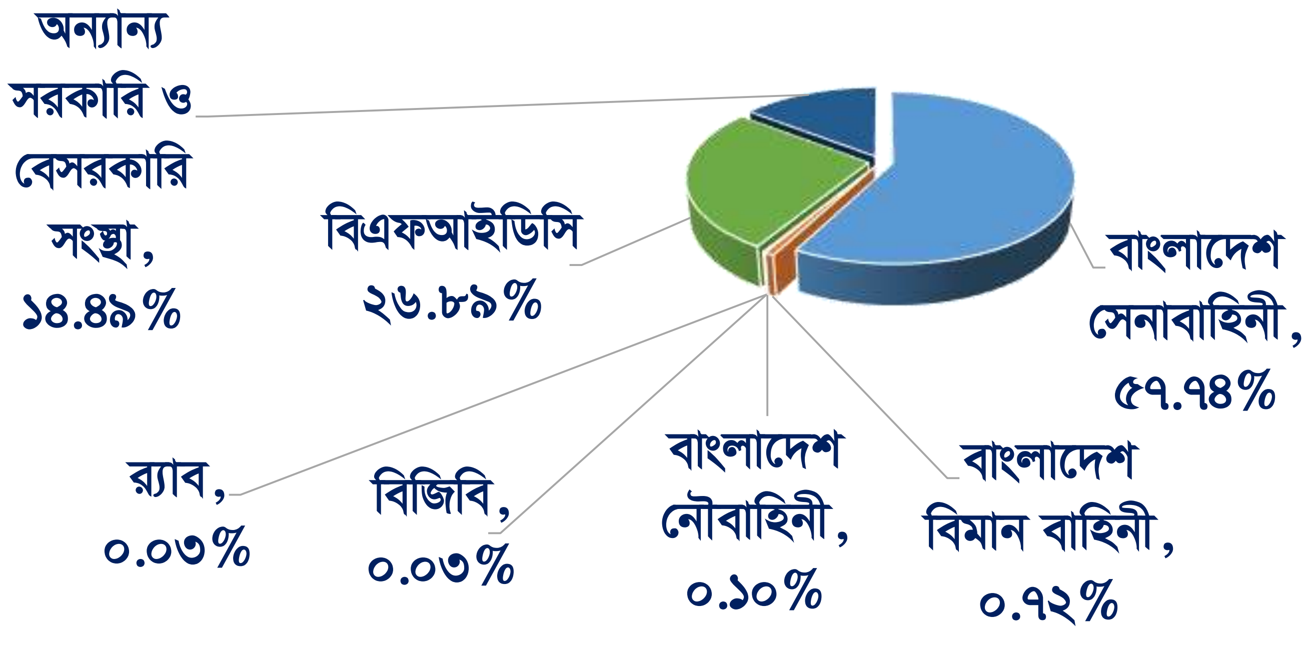

তথ্যসূত্র ও সংগ্রহ: প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, ২৬.০৯.২০২০

বনভূমি পুনরুদ্ধার

- ২০১৯ সালের ডিসেম্বর অবধি মোট ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৫৩ একর বনভূমি জবরদখল হলেও অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ পাঁচ বছরে মাত্র ৮ হাজার ৭৯২ একর জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে
- জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারের পরিমাণ কম হওয়ার পেছনে বন অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-
  - সরকারি বনভূমির জমির দলিল ও নথিপত্র বন অধিদপ্তরের কাছে চূড়ান্ত অবস্থায় না থাকা ও উদ্যোগের অভাব
  - গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ইত্যাদি জেলাসমূহে ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জবরদখলে থাকা বনভূমির জমি দখলমুক্তকরণ ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা
  - মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বন কার্যালয়গুলো কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য তৎপর না হওয়া, শুধু লিখিত আপত্তি জানানোতে সীমাবদ্ধ থাকা, জবরদখলকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চিঠি আদান-প্রদান
  - সরকারি বনের জমিতে অর্থকরী ফসল চাষাবাদ অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান
  - ঊর্ধ্বতন বন কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে অধস্তনদের ওপর চাপ সৃষ্টি
  - কিছু ক্ষেত্রে জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে আইনপ্রণেতা, জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালী ব্যক্তিসহ জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশের সহায়তা না পাওয়া এবং বাধা ও চাপসৃষ্টি

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা: ক্ষমতা অপব্যবহার

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বনকর্মীদের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহার ও ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগের ঘাটতি-

- বদলি নীতিমালা উপেক্ষা করে বনকর্মীদেরকে নিজ জেলায় বদলি ও পদায়ন
- **বদলির আদেশ জারির পরও অনির্দিষ্টকাল একই কার্যালয়ে রেখে দেওয়া;** গাজীপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারসহ তিনটি পার্বত্য জেলায় এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে
- জমির দাগ ও খতিয়ানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে তা জবরবদখলের সুযোগ প্রদান; গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার আওতাধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এসবের চর্চার আধিক্য
- মধুপুর ও কালিয়াকৈর উপজেলার সংরক্ষিত বনের জমিতে জনসাধারণকে অর্থকরী ফসল চাষ করার সুযোগ দিয়ে বছরভিত্তিক বিধিবহির্ভূতভাবে একর প্রতি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায়
- অবৈধ বনজ সম্পদ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি, আটক ও জব্দ না করতে অধস্তন বনকর্মীদের নির্দেশ প্রদান এবং তা অমান্য করলে অন্যত্র বদলিসহ চাকরিতে হয়রানির অভিযোগ

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা: ক্ষমতা অপব্যবহার...

- বন অধিদপ্তর কর্তৃক বনবাসীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক কয়েক হাজার ভুয়া মামলা দায়েরের অভিযোগ
- বনকর্মীদের একাংশের ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ না করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বনজীবীদেরকে ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলকৃত ভূমি হতে জোরপূর্বক উৎখাতের উদাহরণ রয়েছে (বক্স ২)

বক্স ২

সম্প্রতি (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) টাঙ্গাইল বন বিভাগ মধুপুর উপজেলার অরণখোলা মৌজায় একটি আদিবাসী পরিবারের বংশ পরম্পরায় চাষাবাদকৃত জমিতে (৪০ শতক) গড়ে ওঠা কলাবাগান জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। উক্ত উচ্ছেদ অভিযানের আগে কলাচাষীকে অবহিত করা হয় নি। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের সাথে বনকর্মীদের একাংশের বিধিবহির্ভূত লেনদেনের সম্পর্ক থাকায় একই মৌজায় প্রভাবশালীদের জবরদখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে অনুরূপ দৃষ্টান্ত নেই।

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র ও ধরন: যোগসাজশ

বনকেন্দ্রিক দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে বনকর্মীদের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততার অভিযোগ, যেমন-

- **স্থানীয় ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট ও সাব-রেজিস্টার অফিসের কর্মী ও বনকর্মীদের একাংশের যোগসাজশে ভুয়া দলিল ও নথি তৈরি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্তি**

- **সামাজিক বনের প্লট তৈরিতে প্রাকৃতিক বন** (শাল, গর্জন ও গজারি) **স্থায়ীভাবে উজাড় ও তা দখলের সুযোগ সৃষ্টি**

- **সরকারি বনভূমির সীমানা হতে ন্যূনতম ১০ কিলোমিটারের মধ্যে করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা** (ধারা ৭ক, করাত-কল লাইসেন্স বিধিমালা ২০১২) **উপেক্ষা করে করাত-কল স্থাপন অব্যাহত**
  - **টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর ও ঘাটাইল উপজেলার আওতাধীন সংরক্ষিত বনে যথাক্রমে প্রায় অর্ধশতাধিক ও শতাধিক অবৈধ করাতকলের অস্তিত্ব**

- **অবৈধ বনজসম্পদ**, যেমন- বাঘ, কুমির, হরিণের মাংস, কাঠ, ইত্যাদি **আটক করার পরও পাচারকারীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে গোপনে ছেড়ে দেওয়া কিংবা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ**

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা: অর্থ আত্মসাৎ

- বন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে নগদ অর্থ বণ্টনকালে ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় ৬১ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আত্মসাৎ

চিত্র ২: বন প্রকল্পের অর্থ মাঠ পর্যায়ে নগদে বণ্টনকালে আত্মসাতের প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন

প্রকল্পের অর্থ নগদে বণ্টনের স্থান ও বণ্টনকারী বন কর্মকর্তা	বিধিবহির্ভূতভাবে রেখে দেওয়া অর্থের পরিমাণ (শতকরা হারে)	বিধিবহির্ভূতভাবে রেখে দেওয়া অর্থের একাংশ পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে যাদেরকে প্রদান করতে হয়
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় (বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/ডিএফও কর্তৃক রেঞ্জ কর্মকর্তাদের মধ্যে নগদে বণ্টন)	প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত অর্থের ২০-২৫% পর্যন্ত	▪ বাগান জরিপ দল ▪ বন সংরক্ষক ও সহকারী বন সংরক্ষক ▪ নিরীক্ষা দল ▪ অভিযোগ তদন্তকারী দল ▪ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী, ইত্যাদির একাংশ
ফরেস্ট রেঞ্জ কার্যালয় (রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক বিট কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রকল্পের অর্থ নগদে বণ্টন)	ডিএফও এর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ২০-২৫% পর্যন্ত	▪ বাগান জরিপ দল ▪ সহকারী বন সংরক্ষক ▪ অভিযোগ তদন্তকারী দল ▪ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী, ইত্যাদির একাংশ
বিট কার্যালয় (বিট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্পের অর্থ ব্যয়)	রেঞ্জ কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ২০-৩০% পর্যন্ত	

নোট: প্রদত্ত তথ্য একই পদমর্যাদার সকল কর্মী, এলাকা ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা: অর্থ আত্মসাৎ...

- প্রকল্পের কাজ আংশিক সমাপ্ত করেও পুরো বিল ঠিকাদারের মাধ্যমে তুলে নিয়ে তা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নীতিনির্ধারকদের একাংশ কর্তৃক বন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতে সম্পৃক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে
  - একজন সাবেক মন্ত্রীর নির্দেশে একটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পুরো বিল (অসমাপ্ত কাজের বিলসহ) ঠিকাদারকে প্রদানে বাধ্য হওয়ার উদাহরণ এবং পরে চাপের মুখে উক্ত কর্মকর্তার চাকরি হতে অব্যাহতি গ্রহণ

- 'আর্থিকভাবে লোভনীয়' এলাকার বিট, চেক স্টেশন, ফাঁড়ি ও ক্যাম্প কর্মীদের বেতন সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা কর্তৃক নগদে বণ্টনকালে রেঞ্জ ও ডিএফও এর 'মাসিক খরচ' হিসেবে কার্যালয় প্রতি ৫-১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কেটে রাখার অভিযোগ

- বনকর্মীদের দ্বারা উত্তোলিত প্রায় সকল বিল ও ভাতার একাংশ ডিএফও এর হিসাব শাখা কর্তৃক কর্তন (সারণি ২)

সারণি ২: ডিএফও এর হিসাব শাখা কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে কর্তনকৃত অর্থ

ক্ষেত্র	টাকার পরিমাণ
ভ্রমণ বিল	বিল প্রতি ২০০ - ৫০০ টাকা
মোটরযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিল	মোট বিলের ৫০% পর্যন্ত
মোটরযানের জ্বালানি বিল	মোট বিলের ৫০% পর্যন্ত

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা: বিধিবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

সারণি ৩: নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি/পদায়নে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন

পদ*	লেনদেনের ক্ষেত্র	টাকার পরিমাণ*	অর্থের গ্রহিতা*
প্রধান বন সংরক্ষক	পদোন্নতি দ্বারা নিয়োগ	১ - ৩ কোটি	মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারক ও ব্যক্তিগত সহকারী এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
বন সংরক্ষক	নিয়োগ ও বদলি	২০ - ২৫ লক্ষ	
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	পদোন্নতি/বদলি	১০ লক্ষ - ১ কোটি	
প্রকল্প পরিচালক	নিয়োগ/পদায়ন	১ - ১.৫ কোটি	
সহকারী বন সংরক্ষক	বদলি	১ - ৫ লক্ষ	
রেঞ্জ কর্মকর্তা	বদলি	৫ - ১০ লক্ষ	প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় বন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ
চেক স্টেশন-ইন-চার্জ	বদলি	১০ - ২৫ লক্ষ	
ফরেস্টার	বদলি	১০ - ২৫ লক্ষ	
বিট কর্মকর্তা	বদলি	২ - ৫ লক্ষ	
বন প্রহরী	বদলি	০.৫ - ২.৫ লক্ষ	

*প্রদত্ত তথ্য সকল পদ, কর্মী ও সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্র, ধরন ও মাত্রা: বিধিবহির্ভূত অর্থ লেনদেন...

সারণি ৪: গাজীপুর সদর ও শ্রীপুরসহ বিভিন্ন উপজেলায় সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে বনকর্মীদের একাংশ কর্তৃক আদায়কৃত বিধিবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

লেনদেনের ক্ষেত্র	টাকার পরিমাণ
প্রকল্পের প্লট প্রাপ্তি (সুবিধাভোগী হিসেবে তালিকাভুক্তি)	৩ - ৫ হাজার
নথিপত্রে স্থানীয় ভূমিহীনদের নাম দেখিয়ে বাস্তবে প্রভাবশালীদেরকে প্লট বরাদ্দ	প্লট প্রতি ৫০ - ৬০ হাজার
প্লট হস্তান্তর ও বাগান তৈরির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ	২০ - ৩০ হাজার
নির্দিষ্ট মেয়াদশেষে সৃজিত বাগানের গাছ বিক্রির টাকা হতে রেখে দেওয়া	৫ - ১৫%
প্লটে বাড়ি, ঘর ও দোকান ইত্যাদি নির্মাণের সুযোগ প্রদান	ঘর প্রতি ৫০ হাজার
প্লটে অর্থকরী ফসল চাষাবাদ অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান	একর প্রতি বছরে ৩ - ৫ হাজার

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- বন আইনের প্রয়োজনীয় বিধিমালা, সম্পূরক আইন ও কর্মপরিকল্পনার অনুপস্থিতিসহ ৯৩ বছরের পুরোনো আইনটি আমূল সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযুগী করার উদ্যোগ অনুপস্থিত
- সরকারি বনভূমি অবৈধ দখল, সংরক্ষিত বনের পাশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ, বনভূমির জমি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ বনের স্থায়ী ক্ষতিরোধে বন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা
- জবরদখল উচ্ছেদের নামে বননির্ভর আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির অধিকারহরণ; অধিদপ্তর কর্তৃক বৈষম্যমূলকভাবে ক্ষমতা চর্চা অব্যাহত
- বন আইন লঙ্ঘন করে ও একতরফাভাবে সংরক্ষিত বন, অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান ঘোষণা, ইত্যাদি অব্যাহত
- অধিদপ্তর কর্তৃক সনাতন পদ্ধতিতে বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ও আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণসহ সামাজিক বনায়নের আড়ালে 'আগ্রাসী' প্রজাতির গাছের বনায়ন দ্বারা প্রাকৃতিক বন উজাড় ত্বরান্বিত
- বন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারিত না হওয়া এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি
- অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডসহ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্য অর্জন, বন সংরক্ষণ ও বনায়ন কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির বিস্তার এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি
- সকল স্তরের কর্মকাণ্ড কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণের ঘাটতিসহ পারফরমেন্স অডিট অনুপস্থিত; দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

সুপারিশ

১. রাষ্ট্রীয় অতীব জরুরি প্রয়োজনে বনভূমি ব্যবহার ও ডি-রিজার্ভের পূর্বে বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ, ত্রুটিমুক্ত ইআইএ সম্পন্নকরণ ও সমপরিমাণ ভূমিতে প্রতিবেশবান্ধব বনায়নে 'কমপেনসেটরি এফরেস্টেশনের বিধি' প্রণয়ন করতে হবে।

২. বন আইনের আমূল সংস্কার করে যুগোপযুগী করতে হবে। আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণসহ জনঅংশগ্রহণমূলক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

৩. বনখাত হতে রাজস্ব সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; প্রাকৃতিক বনের বাণিজ্যিকায়ন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

৪. ইতোমধ্যে অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বনের জমিতে সৃজিত সামাজিক বনের গাছ না কেটে মেয়াদউত্তীর্ণ বনসমূহের উপকারভোগীদের মুনাফা প্রদানসহ উক্ত বন প্রাকৃতিক বনে রূপান্তরের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. অবক্ষয়িত প্রাকৃতিক বন ও বৃক্ষশূন্য জমিতে পরিবেশ ও প্রতিবেশ-বান্ধব বনসৃজন করতে হবে।

৬. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে অধিদপ্তরের সার্বিক প্রশাসনিক ও জনবল কাঠামো পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।

সুপারিশ...

৭. বনকর্মীদের মাঠ পর্যায়ে সার্কেল ও বিভাগভিত্তিক বাধ্যতামূলক ও পালাক্রমিক বদলির বিধান প্রবর্তনসহ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কার্যকর জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৮. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে সকল পর্যায়ের বন কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিকস সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যালয়সমূহে অর্থ বণ্টন ও লেনদেন অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-ভিত্তিক করতে হবে; বিট ও অধস্তন কর্মীদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সিএস রেকর্ডকে ভিত্তি ধরে সরকারি বনের সীমানা চিহ্নিত করতে হবে; এখন পর্যন্ত কী পরিমাণ বনভূমি জবরদখল হয়েছে তার ওপর বস্তুনিষ্ঠ তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও তা উদ্ধারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. বন সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে; ডিএফও ও বন সংরক্ষককে অধিনস্ত কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ড নিয়মিতভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সুপারিশ...

১২. বন অধিদপ্তরের বনায়ন ও বন সংরক্ষণ কার্যক্রম নিরীক্ষায় পারফরমেন্স অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এর কার্যকর চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল (যেমন- নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন সংস্থাকে বরাদ্দকৃত ও জবরদখল হওয়া ভূমির পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে।

১৫. বন অধিদপ্তর ও বনকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করতে হবে।

ধন্যবাদ

সংযুক্তি ১

সারণি ৫: বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়/দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

বন কার্যালয়/দপ্তরের ধরন	মোট সংখ্যা	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কার্যালয়ের সংখ্যা
১. প্রধান বন সংরক্ষক এর দপ্তর/সদর দপ্তর	১	১
২. বন সংরক্ষক এর দপ্তর	১০	৭
৩. বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তর	৪৪	১৫
৪. রেঞ্জ অফিস	২৫৫	১৮
৫. বিট অফিস	৬৭২	১৫
৬. ফাঁড়ি/ ক্যাম্প*	-	৪
৭. চেক স্টেশন*	-	
৮. সোশ্যাল ফরেস্ট্রি নার্সারি এন্ড ট্রেনিং সেন্টার	৯৮	-
৯. সোশ্যাল ফরেস্ট্রি প্ল্যান্টেশন সেন্টার	৩৪১	-
১০. ফরেস্ট্রি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি ইনস্টিটিউট	৩	-
১১. বন একাডেমি	১	-
মোট (সংখ্যায়)	১,৪২৫টি	৬০টি

*সদর দপ্তর হতে তথ্য পাওয়া যায় নি

সূত্র ও তারিখ: সদর দপ্তর, ১৬.১১.২০২০

সংযুক্তি ২

সারণি ৬: গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের এলাকাসমূহ

বনাঞ্চল ধরন	বনের অবস্থান (জেলাভিত্তিক)	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকা/জেলা
১. ক্রান্তিয় চিরসবুজ বন (পাহাড়ি বন)	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও মৌলভীবাজার	চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
২. ক্রান্তিয় আর্দ্র পাতাঝরা বন (শালবন)	ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও কুমিল্লা	ঢাকা, গাজীপুর ও টাঙ্গাইল
৩. প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন)	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা	খুলনা ও বাগেরহাট
৪. সৃজিত ম্যানগ্রোভ বন (সৃজিত উপকূলীয় বন)	পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম